بسم الله الرحمن الرحيم

নবী সা. এর জীবনীর ধারাবাহিক আয়োজন ‘এক নজরে সীরাহ’

এক নজরে সীরাহ

নবী সা. ও সাহাবীদের উপর জুলুম ও নির্যাতন

এক নজরে সীরাহ

www.tahzibinstitute.com

প্রকাশ্য দাওয়াতের পর প্রতিক্রিয়া

- সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়া
- ধর্মীয় গুরু ও নেতাদের প্রতিক্রিয়া

কুফফারদের কুফফারদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

- আবু তালিবের নিকট আবেদন
- হজ্ব মৌসুমে বাধা প্রদান

TAHZIB INSTITUTE

রাসূলের প্রতি কুফফারদের অপবাদ

- কবি
- পাগল
- জাদুকর
- পূর্বযুগের কল্পকাহিনী বর্ণনাকারী

গণক
পথভ্রষ্ট
ধর্মত্যাগী
জাদুগ্রস্থ

নাচ গান ও অশ্লীলতার প্রচার প্রসার

রাসূল সা. এর দাওয়াতের বিপরীতে কুরাইশ নেতা নযর বিন হারিছ ইরাকের ‘হীরা’ অঞ্চলে গিয়ে পূর্বযুগের কল্পকাহিনী শুনে এসে প্রচার করতে থাকে। এছাড়াও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুন্দরী রমণীদের লেলিয়ে দেয়। এরা বিভিন্ন স্থানে নাচ গানের আসর করে মানুষদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
﴿٦﴾

- ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা
- কুফফারদের বিভিন্ন উদ্ভট প্রশ্ন

আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ হলো দ্বিখণ্ডিত

ইহুদী পণ্ডিতদের পরামর্শে কুফফাররা এবার উদ্ভট আবদার করলো, তুমি সত্য নবী হলে আমাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দাবি অনুযায়ী এবার নবী সা. কে সে মুজিযা দান করলেন। স্বচোক্ষে তারা অবলোকন করল। রাসূলের আঙ্গুলের ইশারায় পূর্ব ও পশ্চিমে চাঁদ দু টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। মাঝখানে হেরা পর্বত আড়াল হলো। পরক্ষণেই তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলো। এটি নবুওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সহীহ হাদীসে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا

(বুখারী: ৩৮৬৮)

কুফফারদের উদ্ভট যুক্তি ও দাবিসমূহ

সত্যকে অনুভব করেও অনেক সময় তারা মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করতে নারাজ ছিল। সত্যকে গ্রহণ করতে নানা তালবাহানা করতেই থাকে। চাক্ষুষ প্রমাণ ও মানবীয় যুক্তিতে না পেরে তারা রাসূলের নিকট অস্বাভিক আবদার ও দাবি করে বসে।

وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْۢبُوْعًا ﴿۹۰﴾ اَوْ تَکُوْنَ لَکَ جَنَّۃٌ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّ
عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِیْرًا ﴿۹۱﴾ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفًا اَوْ تَاْتِیَ بِاللّٰهِ وَ
الْمَلٰٓئِکَۃِ قَبِیْلًا ﴿۹۲﴾ اَوْ یَکُوْنَ لَکَ بَیْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمَآءِ ؕ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتّٰی
تُنَزِّلَ عَلَیْنَا کِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۳﴾

(সুরা ইসরা: ৯০-৯৩)

কুফফারদের আপোষের প্রস্তাব

অপবাদ, মিথ্যাচার, শারিরীক মানসিক কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও যখন কোনো কাজ হচ্ছিল না তখন কুফফাররা এক অভিনব প্রস্তাব পেশ করে। রাসূল সা. এর নিকট তারা আপোসের শর্ত হিসেবে প্রথমে ধন সম্পদ, নারী ও ক্ষমতার প্রস্তাব দেয়। তাতেও কাজ না হলে বলে, কিছুদিন তাহলে আমরা তোমার রবের উপাসনা করবো, কিছুদিন তুমি আমাদের রবের উপাসনা করবে। রাসূল সা. পরিষ্কার তাদের অস্বীকৃতি জানান। আল্লাহ তায়ালা তখন সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ করেন।

ا محمد ! هلمّ فلنعبد ما تعبد ، وتعبدْ ما نعبد ، ونُشركك في أمرنا كله ، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شَرِكناك فيه ، وأخذنا بحظنا منه ; وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شَرِكتنا في أمرنا ، وأخذت منه بحظك ، فأنزل الله : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) حتى انقضت السورة .

শারিরীক ও মানসিক কষ্ট দান

- ঠাট্টা বিদ্রুপ, উপহাস
- প্রতিবেশীদের কষ্ট

TAHZIB INSTITUTE

সালাতরত অবস্থায় নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দেয়া

রাসূল সা. কাবাচত্বরে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় কুরাইশদের একজন প্রস্তাব দেয়, এই ব্যক্তির উপরে কে আছো নাড়িভূড়ি চাপিয়ে দেবে। তখন উক্বা ইবনু আবি মুতাইত উটের পচা নাড়িভূড়ি ও রক্ত এনে রাসূল সা. এর শরীরে চাপিয়ে দেয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَم وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً

সহীহ বুখারি: ৫২০

প্রবল কষ্ট দান

নবী সা. এর কাবাচত্বরে নামাজ পড়ছিলেন এমন সময় উক্কবাহ ইবনু আবি মুআইত এসে রাসূল রাসুলের গলায় কাপড় দিয়ে প্রবলভাবে চেপে ধরলেন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। এ সময় আবু বকর রা. এসে রাসূলকে মুক্ত করেন।

عرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِيْ بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوَى ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيْدًا فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ (أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ).

সহীহ বুখারি: ৩৮৫৬

TAHZIB INSTITUTE

কাফেরদের প্রশ্ন

কেন তাদের প্রতি গজব আসছে না?

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ
ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার নিকট থেকে (প্রেরিত) সত্য (দ্বীন) হয় তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর, কিংবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে এসো। (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। *[সুরা আনফাল: ৩২,৩৩]*

নির্যাতন নিপীড়নের মুখে সাহাবীদের দৃঢ়তা

- বিলাল ইবনু রবাহ রা.
- ইয়াসির রা.
- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.
- মুসআব ইবনু উমাইর রা.
- খাব্বাব ইবনুল আরত রা.

TAHZIB INSTITUTE

দারুল আরকামের প্রশিক্ষণাগার

কাফেরদের নির্যাতন নিপীরণের প্রেক্ষিতে রাসূল সা. আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম রা. এর বাড়িতে দ্বীনের প্রচার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তার বাড়ি ছিল ছাফা পাহাড়ের উপরে তাই কিছুটা নিরাপদ ছিল।

৫ম বছরে হাবশায় প্রথম হিজরত

মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে রাসূল সা. বিকল্প পথ খুঁজতে লাগলেন। সে সময় হাবশার শাসক আসহামা নাজাশি'র ন্যায়পরায়নতার সুনাম ছিল। তার রাজ্যে নিরাপদে সব ধর্মের মানুষ বসবাস করত। রাসূল সা. সর্বপ্রথম হিজরতের নির্দেশ দেন। নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে উছমান রা. নেতৃত্বে মুসলিমদের ১২ পুরুষ ও ৪ জন নারী হিজরত করেন।

TAHZIB INSTITUTE

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

হাবশায় হিজরতের ফলে মক্কায় অবস্থানরত মুসলিমদের উপর কুফফারদের জুলুমের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। কতক মুসলিম হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে রাসূল সা. দ্বিতীয় দফায় আরো কিছু সাহাবীকে হাবশায় হিজরত করতে বলেন। যুলক্বদাহ মাসে জাফর ইবনে আবি ত্বালিবের নেতৃত্বে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী হাবশায় হিজরত করেন।

নাজাশির দরবারে কুফফার প্রতিনিধি

হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীদের ব্যাপারে অভিযোগ করতে কুফফাররা আমর ইবনুল আস ও আবু জাহলের সৎ ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবি রবীআহকে বাদশা নাজাশির নিকট প্রেরণ করা করা হয় মুসলিমদেরকে যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। নানা উপকার উপঢৌকন নিয়ে তারা প্রথমে খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাত করে, তাদেরকে বুঝিয়ে রাজি করায়। এরপর নাজাশির নিকট গেলে পাদ্রীরাও সুপারিশ করে। কিন্তু বিচক্ষণ বাদশা মুসলিমদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। জাফর ইবনু আবি তালিবকে ডেকে নানা প্রশ্ন করে বাদশা নিজেও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন এবং মুসলিমদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

আবু তালিবের নিকট কুফফারদের আবেদন

TAHZIB INSTITUTE

হামযা রা. ও উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর রাসূল সা. এর চাচা হামযা রা. আকস্মিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদিন হামজা জানতে পারলেন, আবু জাহল রাসূল সা. কে তীব্র গালিগালাজ ও কষ্ট দিয়েছে। এটা শুনে তিনি খুব রাগান্বিত হলেন। কাবাচত্বরে আবু জাহলের মুখোমুখি হলে তিনি তীরের ধনুক দ্বারা আঘাত করেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন।

হামযা রা. এর ইসলাম গ্রহণের তিনদিন পর উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন।

শিআবে আবি তালিবে তিন বছর বন্দি

নানামুখি চেষ্টার পরেও যখন মুহাম্মাদ সা.কে তাঁর দাওয়াত থেকে ফেরানো যাচ্ছিল না অবশেষে তারা সকলে একত্র হয়ে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বিরুদ্ধে বয়কট নীতি চালু করে। নবুওয়াতের ৭ম বছরে মুহাররম মাসে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবরকম লেনদেন বন্ধ করে দেয়। শিআবে আবি তালিবে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। তাদের সাথে কেনাবেচা ও ব্যবসায়ী লেনদেন বন্ধ থাকবে। বিবাহ করবে না এবং সবরকম কথাবার্তা, মেলামেশা বন্ধ। বাগিয বিন আমের এই শর্তগুলো লিপিবদ্ধ করে কাবাগৃহে টানিয়ে দেয়। রাসূল সা. তার জন্য বদদোয়া করেন ফলে তার হাত অবশ্য হয়ে যায়।

শিআবে আবি তালিবে এভাবে টানা তিন বছর কেটে যায়। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রাসূল সা. কে জানিয়ে দেন চুক্তিনামাটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। এ খবর নিয়ে আবু তালিব এসে সবাইকে জানিয়ে দেন। চুক্তিনামা বের করে আনলে এর সত্যতা মেলে এবং বয়কটের অবসান ঘটে।

TAHZIB INSTITUTE

৩য় বারের মত আবি তালিবের নিকট কুফফারদের আবেদন

জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

উস্তায ফজলে রাব্বি হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাকটর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+881922730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)